## ৫। সাহাবা যুগে মিলাদুন্নবী মাহফিলের প্রমাণ

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ ঃ

১। হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস ঃ

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَيْتِ عَامِرِ الْاَنْصَارِىِّ يُعَلِّمُ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ لِاَبْنَاءِهِ وَعَشِيْرَتِهِ وَيَقُوْلُ هٰذَا الْيَوْمُ . فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ فَتَحَ عَلَيْكَ اَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَتُهُ يَسْتَغْفِرُوْنَ لَكُمْ (اَلدُّرُّ الْمُنَظَّمُ)

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন ঃ আমি নবী করিম (দঃ)-এর সাথে মদিনার আবু আমের আনসারীর গৃহে গমন করে দেখি- তিনি তাঁর সন্তানাদি এবং আত্মীয়-স্বজনকে নবী করিম (দঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন এবং বলছেন- আজই সেই দিন। এতদ্দর্শনে নবী করিম (দঃ)-এরশাদ করলেনঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহর ফেরেস্তাগণও তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন (দোররে মুনাজ্জাম- আব্দুল হক এলাহাবাদী)

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا-كَانَ يُحَدِّثُ ذَاتَ يَوْمٍ فِىْ بَيْتِهِ وَقَائِعَ وِلَادَتِهِ بِقَوْمٍ-فَيَبْشُرُوْنَ وَيَحْمَدُوْنَ اِذْجَاءَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَلَّتْ لَكُمْ شَفَاعَتِىْ (اَلتَّنْوِيْرُ فِىْ مَوْلِدِ الْبَشِيْرِالنَّذِيْرِ-لِابْنِ دِحْيَةَ)

অর্থাৎ "একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) কিছু লোক নিয়ে নিজগৃহে রাসুল করিম (দঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী

আলোচনাসহ দুরূদ ও সালাম পেশ করছিলেন। এমন সময় নবী করিম (দঃ) তথায় উপস্থিত হয়ে এ অবস্থা দেখে বললেনঃ তোমাদের সকলের জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে গেল" (ইবনে দাহইয়ার আত-তানভীর ৬০৪ হিজরী)। সুতরা প্রমাণিত হলো যে, নবী পাকের মিলাদ শরীফ পাঠে রাসুলে পাকের শাফায়াত নসীব হবে।

৩। হযরত হাসসান বিন সাবিত (রাঃ) মিম্বারে দাঁড়িয়ে কবিতার মাধ্যমে মিলাদুন্নবী (দঃ) পাঠ করেছেন। দীর্ঘ কবিতার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

إِنَّكَ وُلِدْتَ مُبَرَّاً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ ۔ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
وَضَمَّ الْإِلٰهُ اِسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهٖ ۔ اِذَا قَالَ فِى الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ اَشْهَدُ
وَشَقَّ لَهٗ مِنْ اِسْمِهٖ لِيُجِلَّهٗ ۔ فَذُوالْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَّهٰذَا مُحَمَّدٌ

অর্থাৎ "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি সর্ব দোষত্রুটি হতে মুক্ত হয়েই জন্ম গ্রহণ করেছেন। আপনার এই বর্তমান সুরত মনে হয় আপনার ইচ্ছা অনুযায়ীই সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর নাম আযানে নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এর প্রমাণ ঃ যখন মুয়াজ্জিন পাঞ্জেগানা নামাজের জন্য "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ" বলে আজান দেয়। আল্লাহ তায়ালা আপন নামের অংশ দিয়ে নবীজীর নাম রেখেছেন- তাঁকে অধিক মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে। এর প্রমাণ হচ্ছে- আরশের অধিপতির নাম হলো "মাহমুদ" এবং ইনির নাম হলো "মুহাম্মদ"। (দিওয়ানে হাসসান)।

(বিঃ দ্রঃ) আরবীতে মাহমুদ লিখতে পাঁচ হরফ, যথা ঃ م-ح-م-و-د এবং মুহাম্মদ লিখতে চার হরফ, যথা ঃ م-ح-م-د ব্যবহৃত হয়। ব্যবধান মাত্র এক হরফের। বিষয়টি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। মাত্র 'ওয়াও' হরফের ব্যবধান।

উক্ত মিলাদী কসিদায় হযরত হাসসানের কয়েকটি আকিদা প্রমাণিত হয়েছে। যথাঃ

১। নবী করিম (দঃ)-এর উপস্থিতিতে এই প্রশংসাসূচক কসিদা পাঠ।

২। মিম্বারে দাঁড়ানো (কিয়াম) অবস্থায় হুজুরের জন্ম বৃত্তান্ত ও গুণাবলী বর্ণনা করা।

৩। নবী করিম (দঃ) সর্বত্রুটি হতে মুক্ত।

৪। হুজুর (দঃ)-এর বর্তমান সুরত নবীজীর ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি।

৫। আজানের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে আল্লাহর নামের পাশে নবীজীর নাম আল্লাহ কর্তৃক সংযোজন।

৬। নবীজীর মুহাম্মাদ নামের উৎস হচ্ছে আল্লাহর সিফাতী নাম- মাহমুদ।

হযরত হাসসান (রাঃ)-এর এই মিলাদ পাঠ শুনে নবী করিম (দঃ) বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে জিবরাইল মারফত সাহায্য করো"। তাফসীরে খাজাইনুল ইরফানে উল্লেখ আছেঃ যারা নবী করিম (দঃ)-এর প্রশংসাগীতি করে, তাদের পিছনে জিবরাইল (আঃ)-এর গায়েবী মদদ থাকে (সুরা মুজাদালাহ)। মিলাদ ও কিয়ামের জন্য এটি একটি শক্ত ও উৎকৃষ্ট দলীল।